টুকরো কাগজের প্রয়োজনীয়তা ও ভারতের শিল্পকলা চর্চা

[ভারতশিল্পে অভিলেখাগারের প্রয়োজনীয়তা]

শমিত দাশ

samit das
Digitally signed by samit das
DN: cn=samit das, o, ou, email=samit_das4@yahoo.com, c=IN
Date: 2015.07.13 09:24:53 +05'30'

ছোটবেলা থেকেই টুকরো কাগজপত্র জমিয়ে রেখে দিতে ভাল লাগত। এই ভাল লাগার মধ্যে ছিল কাগজের ঠোঙা থেকে ক্যালেণ্ডার, খবরের কাগজ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার অংশ — সবই। সেই সময় পুরো সংগ্রহটাই ছিল ছবি ভিত্তিক, তার কারণ সেই ছাপা ছবি থেকে দেখে দেখে নতুন ছবি আঁকতাম। পুরোপুরি সঠিকভাবে না আঁকতে পারলেও সেই ছবির সঙ্গে একটা আত্মিক যোগাযোগ থাকত বহুদিন। আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরোনো এক শুভেচ্ছাপত্রে শিল্পী জ্যোতি ভাটের আঁকা ছবি পুরোনো পত্রপত্রিকাতে বিখ্যাত আলোকচিত্রীর ছবি, আলপনা, আরও কত কি! বহুদিন বাক্সবন্দি অবস্থাতে ধরে রেখেছিলাম সেই সংগ্রহ; আর মাঝে মাঝে সেই সব ছবি আমার নিজের ছবি আঁকার উপকরণ হয়ে যেত। যত বয়স বাড়তে লাগল তার সঙ্গে ছবি আঁকার নেশাও বাড়তে লাগল, সেই সঙ্গে পুরোনো বইপত্র, পত্রিকা, খবরের কাগজের সম্ভারও বাড়লো। জামশেদপুরের পুরোনো বইয়ের বাজার থেকে নানা সংগ্রহ আমাকে কোনভাবে সমৃদ্ধ করতে আরম্ভ করল ও আস্তে আস্তে পুরোনো কাগজের গন্ধের মাদকতায় জড়িয়ে পড়লাম। পরবর্তীকালে এই নেশাই আমাকে টেনে আনলো শিল্প সংক্রান্ত অভিলেখাগারের দরজায়। আস্তে আস্তে গড়ে তুলতে লাগলাম নিজের প্রয়োজনভিত্তিক বা ব্যক্তিগত গবেষণার প্রয়োজনে নানা সংগ্রহ। এই সংগ্রহের মধ্যে পুরোনো বইপত্র, খবরের কাগজ থেকে শুরু করে ক্যামেরার নেগেটিভ, স্লাইড, পুরোনো দলিল ও বইয়ের ডিজিটাল সংকলন সবই রয়েছে। এই সংগ্রহের যাত্রা শুরু হয় আমার ব্যক্তিগত শিল্পচর্চাকে কেন্দ্র করেই। এই সংগ্রহ আমার শিল্পচর্চাতে সাহায্য করতে শুরু করে ও ভারতের সমসাময়িক শিল্পকলাকে বুঝতে সাহায্য করে কারণ শিল্পে সমসাময়িকতাকে বুঝতে গেলে কোথাও ইতিহাস ও গবেষণাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর দরকার আছে বলে মনে করি। ব্যক্তিগত শিল্প সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও অভিলেখাগারে নিজের চক্ষু সার্থক করতে শুরু করি। ব্যক্তিগতভাবে লন্ডনে ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মে কাজ করার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। এদের ওয়েস্ট কেনসিংটন অভিলেখাগারে রবীন্দ্রনাথের ফাইল যে ভাবে সযত্নে রাখা আছে আর তাঁরা গবেষকদের যে ভাবে সাহায্য করেন তা ভুলে যাবার নয়। লন্ডনে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীন এই মিউজিয়ম থেকে বহু অমূল্য দলিল ও ছবি ডকুমেন্ট করে নিয়ে এসেছিলাম, যা আজও খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

শিল্পী হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ভারতে শিল্প অভিলেখাগার সম্পর্কে সচেতনতার দরকার রয়েছে। না হলে আমরা বর্তমানকেও বুঝতে পারব না আর অতীত থেকে বহু দূরে সরে যাব। যেমন আমরা দেখি এখনও নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলার সঠিক মূল্যায়ন হয় নি। যার ফলস্বরূপ বর্তমানে সমসাময়িক চিত্রকলা এক দিগভ্রান্ত জায়গা ও ধার করা সংস্কৃতির মধ্যে বিরাজমান। বেশ কিছু তথ্য এখানে প্রকাশ করার চেষ্টা করলাম যা থেকে অনেক নতুন দিক উঠে আসতে পারে বলে আমার বিশ্বাস এবং ভারতীয় শিল্পে অভিলেখাগারের কেন প্রয়োজন রয়েছে তার ধারণা খানিকটা পরিষ্কার হবে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প আন্দোলনের রূপ ও তার ভিত্তিতে সমকালীন চিত্রকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে এমন কিছু অজানা তথ্যও পাঠকের সামনে মেলে ধরতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু এই প্রবন্ধ অসীম সাগরের একটি ছোট্ট বিন্দু মাত্র।

ভারতের পরাধীনতার ইতিহাস বেশ জটিল ও দীর্ঘ, যে কারণে পুরোনো দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণের একটা অসুবিধাও থেকে গেছে এবং যার প্রভাব শিল্পের উপর পড়তে বাধ্য। যে কারণে ভারতশিল্পে মিশ্র শৈলী বহুবার দেখা যায়। বিভিন্ন শিল্পের প্রভাব মিশে গিয়ে এক নতুন শৈলী বহুবার তৈরী হয়েছে। পরাধীনতার সময়ে শিল্পের উপর যে মিশ্র প্রভাব পড়ে তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানা আজও খুব দরকার বলে মনে করি। এ সম্পর্কে আমাদের দেশে যে পরিমাণ দলিল দস্তাবেজ রয়েছে তার পরিমাণ নেহাত কম নয় কিন্তু তার একত্রীকরণের অভাব খুব প্রকট। পশ্চিমের দেশ ও তাদের অভিলেখাগার, দলিল দস্তাবেজের সংগ্রহ ও তার সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি, যে কারণে তাদের প্রভাব আমাদের সমসাময়িক শিল্পে খুব সহজেই ঢুকে পড়ে ও সহজলভ্যের মত আমরা তাকে গ্রহণও করি। কিন্তু পশ্চিমের অভিলেখাগারের থেকে যে নিষ্ঠা আমাদের শেখার আছে তা আমরা কোনো দিনই শিখলাম না। অভিলেখাগারের ভূমিকা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে এক গভীর যোগসূত্র স্থাপন করে যা শিল্পে নতুন ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করে। আর এভাবেই

বোধহয় শিল্প দীর্ঘস্থায়ী হয়। অভিলেখাগার ও সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের সম্বন্বয়ের পরিবেশন ও তার রাজনীতির স্তর বিন্যাস আর এক অন্য দিক, তাই এর ব্যবহারের সময় গবেষকদের যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে। কারণ অভিলেখাগারে সংগ্রহের কতটা গবেষকদের সামনে মেলে ধরা হচ্ছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক ও সর্বোপরি অভিলেখাগারের উৎসের মূলে রয়েছে সেই কিছু মানুষেরই অবদান। অতএব সেই মানুষগুলির পছন্দ, অপছন্দ, মানসিকতা সবকিছুর প্রভাবই সংগ্রহের উপর পড়বে একথা অনস্বীকার্য।

ভারতে শিল্পের পর্যালোচনা বা শিল্পের ওপর সমালোচনা-ভিত্তিক লেখার চর্চা বহুদিন থেকেই রয়েছে। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে এর এক ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক, শিল্পী, শিল্প ঐতিহাসিক থেকে দিশী ও বিদেশী নানা মনোজ্ঞ মানুষের অবদান এর মধ্যে রয়েছে। ভারতীয় শিল্পকে দেশীয় প্রেক্ষাপটে সমালোচনা করার প্রবণতা যেরকম দেখা গেছে তেমনি ভারতীয় শিল্পকে বিদেশী প্রেক্ষাপটেও বিচার করা হয়েছে। তিরিশ বা চল্লিশের দশকে ভারতীয় আধুনিক শিল্প সমালোচনাতে খুব একটা ব্যক্তিস্বার্থের প্রকাশ ঘটেনি বরং ভারতীয় আধুনিক শিল্পকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যেতে তাদের অবদান অনেক। ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলার ওপরেও অনেক লেখা হয়েছে ও বহু বিদেশী শিল্প সমালোচকের রচনাও রয়েছে। দেশী ও বিদেশী শিল্প সমালোচকদের লেখার কয়েকটা প্রধান দিক রয়েছে— ১। বিদেশী কলা সমালোচকের বৈদেশিক চোখে ভারত শিল্প; ২। দেশী ও বিদেশী উভয় সমালোচকের অভিমত প্রকাশ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতে; ৩। সব থেকে অদ্ভুত যখন ভারতীয় সমালোচক বিদেশির দৃষ্টিতে এবং তার ভিত্তিতে ভারত শিল্পের পর্যালোচনা করেন ও সেইভাবে নিজের মত প্রকাশ করেন। যার প্রভাব বর্তমানে অত্যন্ত বেশী ও প্রকট। তা হলে প্রশ্ন থেকেই যায়, সত্যি কি আমরা আমাদের শিল্পের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারলাম।

এই প্রবন্ধে মূল আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই শিল্প গবেষণা ও তার অভিলেখাগার ভিত্তিক শিল্প সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে। যে শূন্যতা একজন সমসাময়িক শিল্পী হিসেবে খুব অনুভব করি। বিশেষ করে নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলার ইতিহাসের বিস্তার ও তার সমসাময়িকতা এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বলে মনে করি। এই সময়কে সম্পূর্ণরূপে মেলে ধরার কাজ আজও অসামাপ্ত রয়েছে। কারণ বহুমুখী এই আন্দোলন শুধু চিত্রকলা সমৃদ্ধ ছিল না। এর বিস্তার ছিল নাটক, শিল্পসমালোচনা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, অভিনয়, অভ্যন্তরীণ সজ্জা ইত্যাদিতে। কিন্তু এর সম্পর্কে বহু তথ্য অপ্রকাশিত ও তার খুঁটিনাটি সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। জাতীয় শিল্প আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা এবং এই বিস্তারকে বহু সময়ই দৃষ্টি গোচরে আনা হয় নি। কেন এর প্রকাশ সর্বস্তরে হয় নি সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে ভাবার বিষয় এত বিপুল ছবি ও লেখার সম্ভার কোথায় গেল! কারণ যেখানে ভারতীয় শিল্পকে নতুন করে গড়ে তোলা ও প্রাচ্যের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এক নতুন রূপসম্ভারের প্রামাণ্য দলিল সমাজের কাছে মেলে ধরা হয়েছিল, যেখানে ভারতীয় শিল্পকে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের এক অভিনব প্রয়াস ছিল। শিল্পে বিশ্বায়নের আভাসের সূচনা বোধহয় সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল। যেখানে ব্যক্তিবিশেষের পরিচিতির কোনো অভিসন্ধি ছিল না; ছিল এক যৌথ প্রয়াস। যার মূল সুর বাঁধা ছিল জীবনের গভীর বোধের সঙ্গে। সেই যুগ ছিল এক বিশাল পরিবর্তনের যুগ, পেশাগতভাবে শিল্পের সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে এই আন্দোলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের হদিশ পাই বিভিন্ন অভিলেখাগারে সংরক্ষিত কাগজ ও বই পত্রের মাধ্যমে। তবে কোথাও মনে হয় সমসাময়িকতার পরিপ্রেক্ষিতে নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলার কোন পর্যালোচনা হয় নি বা তার পর্যাপ্ত মূল্যায়নও হয় নি, পুনর্রূপে তার প্রকাশ দূরের কথা। এই সন্ধিৎসু দৃষ্টির আর একটি বিরাট কারণ যে বহুসময়ই ভারতশিল্পকে বা এর ধারাকে বিশ্বায়নের নামে পাশ্চাত্য শিল্পের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, পেশাগত শিল্পী হিসেবে সব সময়ই মনে হয়েছে যে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এর বিচার হয় নি কেন। ভারত শিল্পের নিজস্বতা ও তার গৌরবের ইতিহাস যে পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাসের ভিত্তিতে বিচার্য নয় তার প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন স্যার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার মৈত্র পরে স্বামী বিবেকানন্দ। সমসাময়িক শিল্পকে বোঝা ও তার সম্পর্কে লেখার জন্য কোথাও এই নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলার ধারাকে খুঁটিয়ে দেখার দরকার রয়েছে, আর যেখানে তথ্য ও অভিলেখাগারের ভূমিকা অসীম, কারণ পশ্চিমের ভাষাতে উত্তর আধুনিকতা ও প্রাচ্যের ভাষাতে উত্তর আধুনিকতার পরিভাষার বেশ তফাৎ রয়েছে বলে মনে করি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে ভাবলে ভারতের সব থেকে বড় সর্বভারতীয় শিল্প আন্দোলন শুরু হয়েছিল কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকে। এখানে রবীন্দ্রনাথ একা এর পুরোধা ছিলেন বললে ভুল হবে, কারণ বহু মানুষের অবদান ও যোগাযোগের ফসল এই আন্দোলন। এ ক্ষেত্রে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ির ভূমিকাও কম ছিল না, যা বহু মানুষের অজানা। সারা ভারত না হলেও ভারতের বহু জায়গাতে এই নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনকে শুধু বাংলা বা বাঙালীর শিল্প আন্দোলন বললে ভুল বলা হবে। বেঙ্গল স্কুল শৈলী একটা নাম হতে পারে কিন্তু তা শুধু মাত্র বাংলাতে সীমিত

ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ ও তার শিষ্যরা এখানে মুখ্য ভূমিকা অর্জন করেছিলেন কিন্তু এ ছিল সারা ভারতের শিল্পকলাকে দিগ্‌ভ্রান্ত অবস্থা থেকে সরিয়ে এক নির্দিষ্ট দিকে চালিত করতে ও শ্রেষ্ঠ ভারত শিল্প রচনার ক্ষেত্রে এক সুবিশাল প্রয়াস। শুধু বাংলার শিল্পী নয় ভারতের বহু প্রান্তের বহু শিল্পী এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন। প্রাচীন ভারত ও প্রাচ্যের শিল্পের শুদ্ধকরণের এ এক অভিনব দিক ছিল ব্রিটিশ শাসনকালে। কিন্তু আজও ভাবতে অবাক লাগে কি ভাবে এই সূর্য ডুবে গেল। এই সময়ের বিভিন্ন প্রকাশনা ও শিল্প সংক্রান্ত লেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা আজকের যুগেও এক অমূল্য দলিল। আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতা ও সমসাময়িকতার পরিভাষা নির্ভর করে সেই দেশ, জাতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর। পুরোনো সংস্কৃতি, শিল্প, চারুকলা ও মনের যে গভীর যোগাযোগ দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে ছিল তার এক বিস্তারিত প্রকাশ আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিঠিতে। স্বামী বিবেকানন্দের জাপান সম্পর্কে শ্রদ্ধার বিশেষ উল্লেখ আছে তাঁর লেখা চিঠিপত্রে। এই প্রসঙ্গে একটি বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ'। অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে সেখানে উল্লেখ আছে বৃহত্তর ভারত ও তার সংলগ্ন দেশ গুলির সাথে সংস্কৃতির গভীর আদান প্রদানের কথা।

এই সময়ের বিস্তারের প্রকাশ এখনও ঠিক ভাবে হয়নি ও তাকে বোঝাও যায়নি যার ফলস্বরূপ এই যুগের মূল্যায়ন অসমাপ্ত। কারণ শিল্পে এই শুদ্ধকরণ পদ্ধতির আজও দরকার রয়েছে তাই এই যুগের যথাযথ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। বর্তমান যুগের সঙ্গে সেই যুগের ব্যবধান তৈরীর পেছনে নানা কারণ আছে। নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলাকে সীমিত করার এক অদ্ভুত কারণ যে তাকে অধিকাংশ সময় বাংলার বা বাঙালীর চিত্রকলা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তা কোনোভাবেই সত্য নয়। বাঙলার বাইরেও শিল্পীরা এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ সাপেক্ষে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পীরা দেশজ শিল্প ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কি বলেছিলেন তা দেখা যাক।

The days of narrow exclusive nationalism are gone, but we shall make only fools ourselves if we forget the true universalism can be achieved only through being genuinely national in the excercise of one creative impulse. [Excerpts from essay by Barada Ukil : 'Artist's Missions of India' Rooplekha, Vol 20, No. 1, 1948; Published by AIFACS]

অন্যদিকে লক্ষ্ণৌ থেকে শিল্পী অসিত হালদার লিখেছেন ঃ "ভারতীয় কলা নিয়ে অনেকেই অনেক বুলি কপচাচ্ছেন, আজকাল আর্ট-এ বিলিতিভাব না থাকলে অর্থাৎ ল্যাণ্ডস্কেপ, পোট্রেট বা ইন্টারন্যাশনালিসম ভাব না থাকলে দেশের কৃটিকদের [কলা সমালোচকদের] মন ভরে না। কেননা তারা যে সব বিলিতি আর্ট-এর বই পড়েন তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে উঠতে বা চিনতে বা বুঝতে পারেন না। এই সংকটে আমি সোজাসুজি ভাবে অল্পের মধ্যে ইংরেজীতে দেশি আর্টের নিরিখের কথা লিখেছি"। [সৌরিন্দ্রমোহন মুখার্জিকে লেখা, ১/১১/৪৯/ অপ্রকাশিত, মূল চিঠি সংগ্রহীত দিল্লী আর্ট গ্যালারী]। এই দুটো চিঠির মাধ্যমে একটা কথা পরিষ্কার যে বাঙালী শিল্পীরা বাঙলার বাইরে থেকেও এর প্রচার করেছিলেন ও সচেতন ছিলেন। অবাঙালী শিল্পীরাও যে এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন ও সেইভাবে ছবিও এঁকে ছিলেন তার প্রমাণ ডঃ রতন পরিমুর লেখা বই, Abanindranath Tagore and Regional Responses to the Spirit of Revival, Published by Dr. Bharati Shelat, March 2005, Ahmedabad. এই যুগের বহু দলিল, ছবি ও প্রকাশনা একসঙ্গে করা সম্ভব হয়নি, যার অনেকটাই দায়ী বলে মনে হয় এই আন্দোলনের প্রভাবকে সীমিত করতে। বর্তমানেও সর্বভারতীয় ভাবনা থেকে দূরে সরে রাজ্যভিত্তিক বা ভারতের মুখ্য কয়েকটি শহর ভিত্তিক শিল্প আলোচনা খুব প্রকট। যে কারণে আজও সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে ভারত শিল্পকে বুঝতে অসুবিধা হয়। শুধুমাত্র কাগজে কলমে সরকারী অভিলেখাগার নয়, ব্যক্তিগত সংগ্রহের সঙ্গেও সর্ব্বস্তরের মানুষের যোগাযোগ স্থাপন করাতে হবে। সর্বোপরি প্রশ্ন থেকেই যায় শিল্প সমালোচক বা শিল্প ঐতিহাসিকদের এই সুদূর প্রসারী সার্বজনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে আসা কেন। এই একবিংশ শতাব্দীতে শিল্পের সত্য ও সম আলোচনা নেই বললেই চলে। এখন বর্তমানে কিউরেটরের যুগ যেখানে তারা কোনও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বা দায়িত্ব নিতে নারাজ।

ইতিহাস ও গবেষণার বোঝা যেমন ভারী ঠিক সেইরকম এর প্রয়োজনীয়তাও সুদূর-প্রসারী। বহু সময় মানুষের একটা ভুল ধারণা তৈরী হয় যে পেছনে ফিরে তাকালে বোধহয় পেছিয়ে যেতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একথা একেবারেই সত্য নয়। সংস্কৃতির বিশুদ্ধিকরণ যদি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হয় তাহলে যে কোন সভ্যতা এগিয়ে যায় আর তা না হলে ধার করা সংস্কৃতির শরণাপন্ন হতে হয়। ভারতের বহু তথাকথিত অজানা অচেনা মানুষের লেখা বা গবেষণা মূলক রচনা পড়লে মনে হয় সত্যি আমরা আমাদের ইতিহাসকে গভীরে জানতে চেষ্টা করিনি। প্রখ্যাত গবেষক ও ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহর বই 'দ্য মেকার্স অফ মর্ডান ইণ্ডিয়া' না পড়লে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত বহু নাম অজানা থেকে যেত। অন্য দিকে বাংলার বীরভূম জেলার বাসিন্দা, গবেষক বুদ্ধদেব আচার্য্য ও সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের

লেখা না পড়লে বীরভূম, বোলপুর ও শান্তিনিকেতনের পুরোনো ইতিহাস অনেকটাই অজানা থেকে যায়। এই গবেষণা মূলক কাজের মধ্যে মৌলিকতা রয়েছে। অমূল্য তাদের রচনা। অথচ এই দুজন মানুষ কিন্তু তথাকথিত চকচকে ইতিহাস বইয়ের পাতাতে উপেক্ষিত। তবে এরকম আরো বহু উদাহরণ রয়েছে, যা জনসমক্ষে আসা দরকার বলে মনে করি। ভারতের বহু আধুনিক শিল্পী ছিলেন যাদের আজও কোনো মূল্যায়ন হয় নি। তার মধ্যে শৈলজ মুখার্জী অন্যতম। তার শিল্পকর্ম রাষ্ট্রীয় সম্পদ কিন্তু আজও তার ওপর কোন বিস্তারিত প্রকাশনা নেই।

ঠিক একইভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের গভীর সত্য কতটা আজও আমরা জানতে পেরেছি। কারণ কাগজে কলমে যে ইতিহাস প্রকাশিত তা হল বিশেষ কিছু রাজনৈতিক দলের ইতিহাস। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাঙালীর অবদান কতটা সত্যিই প্রকাশিত বা জনসমক্ষে এসেছে! এই পরিপ্রেক্ষিতে কোলকাতার অনুশীলন সমিতির কথা উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে প্রকাশিত তথ্য রয়েছে কিন্তু তার প্রকাশ সীমিত। এখানে অভিলেখাগার বা তথ্য দলিলের এক গভীর সম্পর্কের জায়গা জুড়ে আছে সংগ্রহের মূল ভিত্তি ও প্রচার। কারণ সংগ্রাহকের সংগ্রহ যদি সঠিক বা খানিকটা বিস্তারিত ভাবে না থাকে তা হলে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গীও প্রসারিত হয় না। আসল তথ্য সেক্ষেত্রে কাগজ চাপা পড়েই থেকে যায়। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠি পত্র রয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ চিঠির লেখক, কিন্তু যেখানে রবীন্দ্রনাথ চিঠির প্রাপক সেই চিঠির সংখ্যা অত্যন্ত কম। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই সব মানুষজনের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার এক শূন্যতা রয়ে যায়, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু এই স্বচ্ছতা কি আশা করা যায় না যে রবীন্দ্র কর্মজীবনকে বোঝার জন্য দুপক্ষের চিঠিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বিরাট মাপের মানুষ ছিলেন, কাউকে এখানে ছোট করা নয় কিন্তু প্রখ্যাত শিল্পী অসিত হালদারের লেখা চিঠি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও উল্লেখ্য [মূল চিঠি : সংগ্রহ দিল্লি আর্ট গ্যালারী অভিলেখাগার/ তাঃ ১৩/৪/৪৯, লক্ষ্ণৌ থেকে/" রবিদা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) যখন খামের দাম প্রথমে বেড়েছিল তখন পোস্টকার্ডে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু প্রাণের কথা খোলা কার্ডে দেওয়া যায় না এই হয় মুস্কিল"।] মানুষ হিসেবে এ এক অন্যমাত্রার বহিঃপ্রকাশ। আবার অন্য একটি চিঠিতে অসিতবাবু লিখেছেন "রবীন্দ্রনাথের প্রদীপের নীচে তিনি অন্ধকারই রেখে গেছেন। সবই মৃৎপিণ্ড তাই তাঁর আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হল না—কাঞ্চন না হয়েও কাঁচ হলেও ফলতো কতকটা, তাও নয়।" [২২/১/৫১ লক্ষ্ণৌ থেকে সৌরিন্দ্র মোহন মুখার্জী-কে লেখা/মূল চিঠি সংগ্রহীত দিল্লী আর্ট গ্যালারী/অপ্রকাশিত] বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে প্রায় ১৫০০০ ছবি চক্ষু সার্থক করার সুযোগ ঘটেছিল, যেখানে বহু ছবি ছিল শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। প্রায় কয়েকশো এই সদা সর্বদা আত্মসচেতন রবীন্দ্র প্রতিপ্রকৃতির পাশে প্রায় কোন মানুষকেই খুঁজে পাওয়া যায় না, এমনকি সমষ্টিগত আলোকচিত্রেও। রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগার প্রসঙ্গে বলতে গেলে একজন মানুষের কথা না বললে নয় তিনি হলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যার অদম্য চেষ্টাতে এই অভিলেখাগার গড়ে উঠেছে অথচ আজও তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে। শান্তিনিকেতন বাড়িঘরে যে কাঠের কাজ রয়েছে বা ভেতরের আসবাব প্রায় সবই রথীন্দ্রনাথের হাতে তৈরী করা। যার গুরুত্ব আজও অপরিসীম। নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের এ এক অসামান্য সংযোজন। অথচ ইতিহাসের পাতা থেকে সরে আসা এক নির্লিপ্ত মানুষ। বিখ্যাত পিতার উপস্থিতির পাশে তার স্থান কি নগণ্য! রবীন্দ্র সাহিত্য খুব গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে বহু জায়গাতে আত্মোপস্থিতির প্রভাব খুবই বেশী। পাশাপাশি বিবেকানন্দের লেখা চিঠি বা অন্যান্য রচনা পড়লে কখনই একক উপস্থিতির কথা মনে হয় না। দুই মহান ব্যক্তিত্বই কিন্তু সমাজ সংস্কার ও দেশের উন্নতির কাজে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা হওয়া আর নিজের প্রভাবকে দূরে সরিয়ে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি করা প্রকৃত অর্থে দু-ধরণের কাজ। তবে ব্যক্তিগত ভাবে সর্ব্বজনবিদিত হয়ে কাজ করার মহানতা অনেক আর এর প্রকাশ বোধহয় তাদের আলোকচিত্র থেকেও প্রকাশ পায়। এখানে দুটোই আশ্রম কিন্তু তার সংগ্রহের ভাষা ভিন্ন।

গবেষক আর অভিলেখাগারের সম্পর্ক বেশ জটিল, কারণ গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী ও সংগ্রহের ভিত্তির ওপর গবেষণা অনেকটা নির্ভর করে। অভিলেখাগারে সংগ্রহের উপাদানের পেছনে যে রাজনীতি থাকে তা এক গবেষণাভিত্তিক রচনার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এক্ষেত্রে গবেষকের দূরদৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক অভিলেখাগার, সরকারী অভিলেখাগার, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগ্রহ, ব্যক্তিবিশেষের অভিলেখাগার, এই প্রত্যেকটির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা ও বেশ তফাৎ দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে বাস্তবিক অভিলেখাগারের পাশাপাশি ইন্টারনেটভিত্তিক অভিলেখাগারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকট তার প্রভাব। কিভাবে তার সত্যতা যাচাই হবে তা বলা মুশকিল ও আপেক্ষিক। অভিলেখাগারের সংগ্রহ ও তার মৌলিকতা এক বিরাট প্রশ্ন, কারণ কোথাও শেষে গিয়ে কোনো মানুষের কথাকেই বিশ্বাস করতে হচ্ছে কারণ বহু মানুষের সমষ্টির অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ফসলই সংগ্রহের ভিত্তি। এখানে প্রত্যেক মানুষের ব্যাখ্যার রকমফের আলাদা আর তার ভিত্তিতেই সংগ্রহ এগিয়ে যায় ও একদিন তা সত্যের ইতিহাস তৈরী করে, বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরী করে। এক্ষেত্রে

সংগ্রহের বৈচিত্র্যও থাকে। অভিজ্ঞতা আর তথ্যের ভিত্তিতে পরিণাম কি ভাবে আলাদা হয় তার এক প্রামাণ্য উদাহরণ হল, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির ব্যাখ্যা। অনেকেই বলে থাকেন গগন বাবুর ছবি পিকাসো থেকে প্রভাবিত, কিন্তু যারা খুঁটিয়ে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী দেখেছেন এবং বিশদ অভিজ্ঞতা আছে, তারা আমার মনে হয় পিকাসোর সঙ্গে তুলনার কথা মানতে পারবেন না। পুরোনো দিনে উত্তর কলকাতার বহু বাড়িই সন্ধ্যে বেলা আলো আঁধারে মিশে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তৈরি করত, এই ব্যক্তিগত দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে গগনেন্দ্রনাথের ছবির উৎপত্তি আর এখানেই তিনি পিকাসোর থেকে স্বতন্ত্র। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের আঁকা ছবি ও মানুষজনের মধ্যেও এই রহস্যময়তা দেখা যায়। আসলে ভারতীয় শিল্পকে বহু সময় আজও পশ্চিমের শিল্প ও শিল্পীর সঙ্গে তুলনা করা একটা সহজ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ পশ্চিমে শিল্পী ও শিল্প সংক্রান্ত প্রকাশনা অনেক বেশী যার বিতরণ ব্যবস্থাও বেশ প্রকট ও সহজলভ্য। পাশাপাশি ভারত শিল্পের খোঁজখবর করতে বেশ ঝামেলা সামলাতে ও কাঠখড় পোড়াতে হয়, সেখানে নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা সম্পর্কে খোঁজ বেশ কষ্টসাধ্য। সত্যি কি ভারতীয় শিল্পীদের নিজস্ব কোনো জায়গা নেই যেখানে তার নিজের শিকড়ের গন্ধ রয়েছে। পশ্চিমের দ্বারস্থ হয়ে দেখানটাই কি একটা মহৎ কাজ বলে চিরকাল পরিচিত হবে?

বর্তমানে সমসাময়িক শিল্পে 'পাবলিক আর্ট বা কম্যুনিটি আর্ট' শব্দের প্রভাব খুব বেশী কিন্তু কখনো তার দেশীয় উৎসের কথা বলতে বা ব্যাখ্যা করতে শুনিনি। এই দেশীয় উৎসের কথা বলতে গেলে শান্তিনিকেতনের আলপনার কথা অতি অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। শান্তিনিকেতনের আলপনা, তার মাত্রা, উপকরণ, সমষ্টিগত যোগদান, করণ কৌশল পাবলিক আর্টের এক দৃঢ় উদাহরণ। সমসাময়িক শিল্পের প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে আলপনার ব্যাখ্যা কেন হয় নি তার কৌতূহল থেকেই যায়। ভারতে রাস্তার পাশে ফুটপাথের দোকানও ইনস্টলেসন আর্ট সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তৈরী করে। সব সময় গবেষণাভিত্তিক দৃষ্টি বা পুরোনো কাগজ খতিয়ে না দেখলেও গভীর অনুভূতিপ্রবণ হবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। নন্দলাল বসুর 'সহজ পাঠ'-এর ছবি আমরা সবাই দেখেছি, বাঙালী সমাজ এর সঙ্গে বহুল প্রচলিত। কিন্তু যে বইটি আমরা খুব বেশী দেখিনি তা হল, জে পি এইস ভোগেল এর লেখা 'টাইলস মোজাইক ফ্রম লাহোর ফোর্ট', যিনি দীর্ঘদিন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান আধিকারিক ছিলেন। এই বইতে লাহোর ফোর্টের যে টাইলস মোজাইকের ছবি দেওয়া আছে তা দেখলে, সহজ পাঠের ছবি দেখার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সমীকরণ তৈরী হতে বাধ্য। কোন অন্ধ অনুকরণ নয় কিন্তু পরম্পরাগত শৈলীর এক বিশুদ্ধ প্রকাশ। অভিলেখাগার ছাড়াও অনেক সময় ব্যক্তিগত টুকরো সংগ্রহও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ সম্প্রতি দেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি খাতা। একটি খাতাতে রবীন্দ্রনাথ শিশু ভোলানাথ কবিতার অক্ষর বিন্যাস ও প্রত্যেকটি শব্দকে তার নিজ স্থানে বসিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেকটা বাক্য পরিপাটি করে সাজানো। যা দেখে প্রেসে ছাপাই-এর লোক হুবহু ছাপতে পারবেন। খানিকটা আজকের ডেস্কটপ পাবলিশিং এর লেআউটের মত। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিদীপ্ত মনের এ এক অভূতপূর্ব প্রকাশ। দ্বিতীয় খাতাটিতে, তাঁর লেখা গান, কবিতা, ছবি, ডুডলস রয়েছে। বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে পুরী ঘুরতে যাবার বিবরণও আছে। এই খাতার লাইন ড্রইং দেখে একবারও মনে হয় না রবীন্দ্রনাথ জার্মান এক্সপ্রেসনিস্টদের কোন অনুকরণ করেছিলেন, এ একেবারেই তার জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস বলে মনে করি। রানী চন্দের [শিল্পী ও লেখিকা] 'গুরুদেব' বইয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবির কথা ও তার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথপোকথনে কখনোই এই জার্মান এক্সপ্রেসনিস্টদের প্রসঙ্গ আসেনি। যে সময় আমার রানী চন্দের সঙ্গে কথা হয় সেই সময় তাঁর স্মরণশক্তি যথেষ্ট প্রকট ছিল।

এই ভাবে আমরা দেখতে পারি যে সঠিক প্রকাশ ও মূল্যায়ণ ছাড়া একটা যুগ ও তার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন তথ্য কিভাবে দৃষ্টির বাইরে সবার অলক্ষ্যে রয়ে গেছে। উপরিউক্ত এই সমস্ত তথ্যের প্রকাশ সার্বজনীন হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে অভিলেখাগারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই অভাবের জন্যই বর্তমানে কিছু মুষ্টিমেয় তথাকথিত পশ্চিমি সংস্কৃতির দাপট সর্ব্বত্র। এর একটা ভয়ংকর দিক হল, প্রত্যেক সংস্কৃতি ও সভ্যতা তার নিজস্ব মৌলিকতা থেকে সরে গিয়ে এক কুক্ষিগত সমসত্ত্ব মিশ্রণে পরিণত হওয়া। আর এই প্রচেষ্টা সফল হলেই ভারতশিল্প তার নিজস্বতা হারাবে, বা এখুনি হয়ত খানিকটা হারাতে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ উনিশশো কুড়ির দশকে তাই বোধ হয়, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন, কিভাবে চীন তার প্রাচীন সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, সস্তা আমেরিকান শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। এই প্রভাব আজ অত্যন্ত প্রকট, সমকালীন ভারত শিল্পে তার কারণ অধিকাংশ শিল্পী মনে করেন এভাবেই বোধহয় আন্তর্জাতিক হওয়া যায়। এক সময় অবনীন্দ্রনাথ [অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর] রানী চন্দকে বলেছিলেন 'তাৎক্ষনিক বিস্ময় কখনো শিল্প হতে পারে না', কিন্তু আজ অধিকাংশ সময়ই সস্তা চমক বা তাৎক্ষণিক বিস্ময়তাই শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে সমসাময়িক শিল্পের আলোচনার ক্ষেত্রে বিদেশী শিল্পের প্রেক্ষাপটই বেশী। শিল্পকলা চর্চার ক্ষেত্রে এই দূরত্ব ও শূন্যতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সত্তর বা আশির দশক অবধি যে সমস্ত শিল্প সংক্রান্ত লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা বিকাশের মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে অর্থাৎ দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচারের এক বিশদ হিসেব নিকেশ। যেখানে

জাতি ও তার নিজস্ব সংস্কৃতির এক গভীর পরিচয় ছিল। কিন্তু আশির দশকের পর থেকে কোথাও পশ্চিমের চাপানো তথাকথিত বিশ্বায়নের এক ভ্রান্ত ধারা ভারতীয় শিল্পে বাসা বেঁধেছে, দিনে দিনে এই শিকড় বহু দূর পর্যন্ত রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করছে। বিশ্বায়নের নামে মৌলিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির নিজস্বতাকে ধ্বংস করার এক অসাধারণ রাজনীতি। শিক্ষা, দেশাত্ববোধ ও অভিলেখাগারের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ ছাড়া এ সম্পর্কে সচেতন হওয়া মুশকিল। শিল্প সমালোচনার দুটো মুখ্য দিক রয়েছে। ১। শিল্পী ও শিল্পকর্মের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মেলবন্ধনের প্রকাশ ও তার ভিত্তিতে সমালোচনা। ২। শিল্প ইতিহাসের ভিত্তি, অভিলেখাগার ও দলিল দস্তাবেজের সংযোজনে এক গবেষণা ভিত্তিক লেখা। এই দুয়েরই প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু সব থেকে বড় প্রয়োজন দূরদৃষ্টি ও সততা। কারণ অনেক সময়ই একপেশে ব্যক্তিগত মতামত শিল্প ও শিল্পীর প্রকৃত মূল্যায়ন হতে দেয়না। এই মানসিকতা পরবর্তী যুগকে প্রভাবিত করে এবং সঠিক পথ নির্ধারণ করতে সাহায্য করে না। ব্যক্তিগত ভাবে শিল্প সমালোচনার বিস্তৃতি ও সার্বজনিক প্রকাশকেই বেশী প্রাধান্য দিতে চাই। কারণ তাতে বিভিন্ন স্তরের মানুষ সেই লেখাকে গ্রহণ করতে পারে ও সর্বজনবিদিত হতে পারে। যতই তথাকথিত বিশ্বায়ন হোক না কেন প্রত্যেকটি দেশের মাটি, সমাজব্যবস্থা, ভৌগোলিক রেখা, পরিবেশকে বাদ দেওয়া যায় না। আর তার মধ্যেই থাকবে সংস্কৃতির নিজস্বতা বা মৌলিকতা। বহু বুদ্ধিজীবি মনে করেন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য বলে আজকের দিনে কিছু হয় না, কিন্তু কথাটা কতটা সত্যি সে প্রসঙ্গে বেশ শক্ত প্রশ্ন থেকেই যায়। ভারত সংস্কৃতি সম্পর্কে আরো প্রকাশনা, ও তার বিতরণ ব্যবস্থা, অভিলেখাগারের ভূমিকা ও তাকে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আধুনিক সম্প্রচার মাধ্যমের দ্বারা এই পুরোনো নথিপত্রকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা দরকার, না হলে নিজস্ব সাংস্কৃতিক চরিত্রের শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য আমাদের ধার করা সংস্কৃতির দ্বারস্থই হতে হবে। কারণ সংস্কৃতির মৌলিকতাকে নষ্ট করার ও তার দিক নির্ধারণ করা বিশ্বরাজনীতির এক বিরাট অংশ আর এই উদ্দেশ্যেই সাংস্কৃতিক মাফিয়ারা সারা বিশ্বের বাজারে কাজ করে থাকেন, যার সঙ্গে যুক্ত বহু বুদ্ধিজীবি, যে বুদ্ধিজীবিদের দেশ কাল সমাজের কোনো দায়িত্ব নেই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

ভারতের আধুনিক শিল্প সংগ্রহশালা, নতুন দিল্লী
স্বরাজ অভিলেখাগার, শ্রী বিজয় কুমার আগরওয়াল সংগ্রহ
ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড এলবার্ট মিউজিয়াম, লণ্ডন
শ্রী আশিষ আনন্দ, দিল্লী আর্ট গ্যালারী
ললিত কলা অ্যাকাদেমী, নতুন দিল্লী
বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র ভবন, শান্তিনিকেতন
সুচ্ছন্দা সরকার সংগ্রহ
সত্যশ্রী উকিল
অধ্যাপক রতন পরিমু, আধিকারিক এল ডি সংগ্রহশালা, আহমেদাবাদ।
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সংগ্রহশালা, কলকাতা।
বেলুড় মঠ, কলকাতা
শ্রী সন্দীপ মজুমদার
ব্যক্তিগত সংগ্রহ [শমিত দাশ]